প্রথম আলো
04 DEC 2005

সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের নতুন ভবন নির্মাণ বন্ধ

শ্রেণীকক্ষ সংকট, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নেই

শতদল সরকার

পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণকাজ শেষ না হওয়ায় চরম দুরবস্থার মধ্যে শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে হচ্ছে। ল্যাব কক্ষের ছাদ থেকে প্লাস্টার খসে পড়ায় ক্লাসের মধ্যেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন শিক্ষার্থীরা। আর মিলনায়তনের অভাবে দীর্ঘ চার বছর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। চার বছরে কোনো বড় কর্মশালা বা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়নি।

জানা গেছে, ২০০২ সালের ২৫ এপ্রিল সাড়ে ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন একাডেমিক ভবন ও মিলনায়তন ভবন নির্মাণের কাজ দেওয়া হয় রেজা কনস্ট্রাকশনকে। কাজ শুরুর নির্ধারিত সময়ের প্রায় ১ বছর পর ২০০৩ সালের ৮ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠানটি ছয় তলা ভবনের নির্মাণকাজ শুরু করা হয়। পরের বছরই ২০০৪ সালের অক্টোবরে প্রতিষ্ঠানটি কাজ শেষ না করেই চলে যায়।

কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আহম্মেদ সিদ্দিকী মামুন প্রথম আলোকে বলেন, কলেজের পুরাতন একাডেমিক ভবন এখন অচল। এমবিবিএস দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের বেশ কয়েকটি বিভাগের শ্রেণীকক্ষ না থাকায় শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন অন্তহীন সমস্যার মধ্যে ক্লাস করছেন। কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে নতুন ভবনের নির্মাণকাজ আদৌ শেষ হবে কি না তা নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

নির্মাতা প্রতিষ্ঠান রেজা কনস্ট্রাকশনের কর্মকর্তারা বলেন, ভবনের জন্য নির্ধারিত জায়গা বুঝে পেতে তাদের এক বছর দেরি হয়েছে। ফলে এরই মধ্যে লোহার রড ও অন্যান্য নির্মাণসামগ্রীর দাম বেড়ে গেছে। এ কারণে দরপত্রের টাকার চেয়ে আরো ৪ কোটি টাকা বেশি খরচ হবে। কর্তৃপক্ষ এই টাকা না দেওয়ায় তারা কাজ বন্ধ করে চলে গেছেন।

জানা গেছে, পারস্পরিক এই টানাপড়েনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মেডিকেল কলেজের শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রম। কলেজে কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের ৩০০ শিক্ষার্থীর জন্য কোনো শ্রেণীকক্ষ নেই; কলেজে যেখানে লেকচার গ্যালারি থাকার কথা চারটি সেখানে রয়েছে দুইটি. মিলনায়তন না থাকায় সব ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে চার বছর ধরে। ছাত্র সংসদের কোনো নিজস্ব ভবন না থাকায় শিক্ষার্থীদের সমস্যা ও অন্যান্য বিষয়ে ছাত্র-শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের আলোচনার কোনো নির্দিষ্ট ভবন নেই।

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের নতুন একাডেমিক ও মিলনায়তন ভবনের নির্মাণ কাজ গত বছরের অক্টোবর থেকে বন্ধ হয়ে আছে —প্রথম আলো

কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বলেন, সব সমস্যার সমাধান কলেজপ্রধানের হাতে নেই। তিনি বলেন, নির্মাণকাজ শেষ হলে সমস্যার অনেকাংশে সমাধান হতো। কিন্তু তারা কেন কাজ ফেলে চলে গেছেন, তা তিনি জানেন না।

এ বিষয়ে রেজা কনস্ট্রাকশনের নির্বাহী প্রকৌশলী আবদুর রব প্রথম আলোকে বলেন, কার্যাদেশ চুক্তি ও শর্ত অনুযায়ী কাজের দুটি বিল পরিশোধ করেনি গণপূর্ত অধিদপ্তরের দায়িত্বশীল বিভাগ। টাকা পরিশোধ না করার কারণেই কাজ পরিত্যক্ত রেখে তারা চলে গেছেন।

অপরদিকে গণপূর্ত বিভাগের (পিডব্লিউডি) মেডিকেল কলেজ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, নতুন ভবনের নির্মাণকাজ আবার শুরু করতে প্রস্তাব করা হয়েছে। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।